

সত্ৰাসবাদ

এবং বাস্তবে এর অর্থ

শায়খ হামুদ বিন উফ্ফলা আশ-শুয়াইবি



AHLUL HAQQ
publications

সত্ত্রাসবাদ

এবং বাস্তবে এর অর্থ

رحمه الله شايخ هاجم دبن اكلا آاش-شواىبى

১৪৪৭ হিজরী

অনুবাদ ও প্রকাশণায়:



AHLUL HAQQ
publications

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য—যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মাদের উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর।

“সন্ত্রাসবাদ”-কে সংজ্ঞায়িত করার জন্য বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে মতামত ও ব্যাখ্যাগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ধারণাগতভাবে পরস্পরবিরোধী। অসংখ্য সংজ্ঞা দেওয়া হলেও, এমন কোনো সর্বাঙ্গীন ও নির্ভুল সংজ্ঞা পাওয়া যায়নি যা “সন্ত্রাসবাদ”-এর প্রকৃত বাস্তবতাকে পুরোপুরি তুলে ধরে। কোনো কিছু সংজ্ঞা যদি সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তা সঠিক সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়ে বহু গবেষক শতাধিক সংজ্ঞা উল্লেখ করলেও, প্রত্যেকটিতেই কোনো না কোনো ঘাটতি রয়েছে—যা দ্বারা আমরা স্পষ্টভাবে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি না।

সন্ত্রাসবাদের কিছু প্রচলিত সংজ্ঞা হলো:

সন্ত্রাসবাদ এমন একটি কাজ, যা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে।

সন্ত্রাসবাদ হলো সহিংসতার মাধ্যমে মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করা।

সন্ত্রাসবাদ হলো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পিত ও সংগঠিত উপায়ে ভয় সৃষ্টি করা।

সন্ত্রাসবাদ একটি বর্বর ও ভয়াবহ কাজ।

সন্ত্রাসবাদ এমন একটি কাজ, যা সামাজিক মূল্যবোধের বিরোধী এবং মানুষের মর্যাদা লঙ্ঘন করে।

এই সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এগুলো কোনোটিই “সন্ত্রাসবাদ” ধারণাটিকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম নয়। কিছু সংজ্ঞা অতিরিক্ত বিস্তৃত, কিছু আবার অতিরিক্ত সংকীর্ণ, আবার কিছুতে প্রয়োজনীয় স্পষ্টতা নেই। সংজ্ঞার এই ভিন্নতার মূল কারণ হলো বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থ ও মতাদর্শ। প্রতিটি দেশ তার নিজস্ব নীতি ও স্বার্থ অনুযায়ী “সন্ত্রাসবাদ”-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে—সেটি প্রকৃত অর্থের সাথে মিলুক বা না মিলুক। এ কারণেই দেখা যায়, কোনো একটি কাজ এক ক্ষেত্রে “সন্ত্রাসবাদ” হিসেবে বিবেচিত হয়, আবার একই ধরনের বা আরও ভয়াবহ কাজ অন্য ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে গণ্য হয় না। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ফিলিস্তিনের বিষয়টি। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে, হিংস্র জায়েনিস্টরা আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের উপর কঠোর নির্যাতন চালিয়ে আসছে—হত্যা, বিতাড়ন, ঘরবাড়ি ধ্বংস এবং দখলদারিত্বের মাধ্যমে। অথচ এই নির্যাতনকে দখলদার ও তাদের পশ্চিমা মিত্ররা “আত্মরক্ষা” হিসেবে আখ্যায়িত করে। অন্যদিকে, নিপীড়িত মানুষের পাথর নিক্ষেপকেও “সহিংসতা” ও “সন্ত্রাসবাদ” বলা হচ্ছে!

সন্ত্রাসবাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ দুইটি ভিত্তির উপর নির্ভরশীলঃ

১. আরবি ভাষার আলোকে সংজ্ঞা।

২. শরীয়াহর পাঠ্য (নুসূস)-এর আলোকে সংজ্ঞা।

ভাষাগত দিক থেকে:

“terror” শব্দের মূল হলো “rahiba” (রাহিবা), যার অর্থ ভয় সৃষ্টি করা। এর থেকে terrorise, terrorised, terrorism ইত্যাদি শব্দ এসেছে। Terrify, scare, intimidate, horrify, frighten—এসব শব্দ একই অর্থবাহী এবং সবই

ভয়ের ধারণার সাথে সম্পর্কিত। তবে এগুলোর মধ্যে কিছু শব্দ গভীরতর অর্থ বহন করে। কুরআনে “rahiba” শব্দটি “তীব্র ভয়” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

...وَأَيُّ فَارَّهَبُونَ

“...আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো” [সূরা আল-বাকারাহ ২:৪০]

আরো বলেন:

...وَيَذْعُونَآ رَعْبًا وَرَهْبًا...

“...তারা আশা ও ভয়ের সাথে আমাকে ডাকতো...” [সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৯০]

আরো বলেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...

“আর তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখ শক্তি ও অশ্ব বাহিনী, তা দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্ শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে...” [সূরা আল-আনফাল ৮:৬০]

অর্থাৎ তাদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করা।

ইবন জারীর رحمه الله বলেন: এটি বলা হয়, ‘আমি শত্রুকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছিলাম’, অর্থাৎ আমি তাদের সন্ত্রস্ত করেছিলাম, ত্রাসের মাধ্যমে।

এটি আরবদের ভাষায় “সন্ত্রাস” শব্দের অর্থের একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ।

আর শরীয়তের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসের ধারণা দুই প্রকার:

প্রথমত: ইসলামে সন্ত্রাসের ধারণা হলো নিন্দিত ও নিষিদ্ধ—এটি কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, এবং যারা এ কাজে লিপ্ত হয় তারা শাস্তি ও নিন্দার উপযুক্ত; তা রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে—যেখানেই হোক। বাস্তবে এটি প্রকাশ পায় নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণের মাধ্যমে, যা সংঘটিত হয় কোনো অপরাধী রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির লুটপাটের দ্বারা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সম্পদ ও মালামাল ছিনতাই করা, নিষিদ্ধ কাজকে বৈধ করে নেওয়া, শহরের বাইরের পথগুলোকে অনিরাপদ করে তোলা, এবং জালিম শাসকদের দ্বারা জনগণের স্বাধীনতা দমন করা ও খেয়াল-খুশিমতো শাসন করা—ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: আর যে terrorism বা সন্ত্রাসবাদ আল্লাহ ﷻ আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এবং যার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন, তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের মোকাবিলার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ...

আর তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখ শক্তি ও অশ্ব বাহিনী (যেমন: ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, গোলন্দাজ অস্ত্র ইত্যাদি), তা দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্ শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে...” [আল-আনফাল ৮:৬০]

এই পবিত্র আয়াতে স্পষ্টভাবে শত্রুকে ভীত করার জন্য প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা এসেছে—অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেনাবাহিনীর

প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে, যাতে শত্রুরা তাদেরকে ভয় পায় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার আগে হাজারবার চিন্তা করে। আমি বলছি, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এমন একটি বিষয়, যাতে সকল মুসলিম আলেম একমত হয়েছেন—চাই তা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ হোক বা আক্রমণাত্মক।

এটাও উল্লেখ করা উচিত যে, শুধু শারীরিক ও আর্থিক প্রস্তুতিই বিজয়ের জন্য যথেষ্ট নয়—এর সাথে মানসিক শক্তিও প্রয়োজন। এটি অর্জিত হয় আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান গঠন, তাঁর উপর ভরসা করা, নেক আমল বৃদ্ধি করা এবং তাঁর অপছন্দনীয় কাজ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে। ইতিহাস অধ্যয়নকারী ব্যক্তি এ সত্যের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۖ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذَبِّرِينَ

“অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং

হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের

সংখ্যাধিক্য হওয়া; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং

বিভূত হওয়া সত্ত্বেও যমীন তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। তারপর

তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছিলো।” [সূরা আত-তাওবা ৯:২৫]

যখন ইয়ারমুক যুদ্ধের সেনাপতি, আমীরুল মুমিনীন ‘উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه এর কাছে লিখলেন, তিনি বললেন:

إِنَّا أَقْبَلْنَا عَلَى قَوْمٍ مِّثْلَ الرَّمَالِ فَأَمَدَّنَا بِقُوَّةٍ وَأَمَدَّنَا بِرِجَالٍ

“আমরা এমন এক জাতির মুখোমুখি হয়েছি, যারা বালুর মতো (সংখ্যায়); তাই আমাদের শক্তি দিয়ে সাহায্য করুন এবং আমাদের লোকবল পাঠান।”

উমর رضي الله عنه তাকে লিখে জবাব দিলেন:

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب إلى قائد
الجيش فلان بن فلان أما بعد : فاعلم أنكم لا تقاتلون عدوكم بقوتكم
ولا بكثرتكم وإنما تقاتلونهم بأعمالكم الصالحة فإن أصلحتموها
نحجتم وإن أفسدتموها خسرتم فاحترسوا من ذنوبكم كما
تحترسون من عدوكم

পরম দয়ালু, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা ‘উমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে সেনাপতি অমুক ইবন অমুকের প্রতি। অতঃপর—
জেনে রাখো, তোমরা তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি বা সংখ্যার দ্বারা যুদ্ধ করো না; বরং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো তোমাদের সংকর্মের মাধ্যমে। যদি তোমরা তা সংশোধন করো, তবে সফল হবে; আর যদি তা নষ্ট করো, তবে ব্যর্থ হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পাপসমূহ থেকে সতর্ক থাকো, যেমন তোমরা শত্রু থেকে সতর্ক থাকো।

এই মতকে সমর্থনকারী উদাহরণ ইতিহাসে অনেক রয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো ইয়ারমুক যুদ্ধ, যখন শত্রু সংখ্যায় ও প্রস্তুতিতে মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। একটি বর্ণনায় এসেছে যে রোমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১,২০,০০০, এবং তারা সেই সময়ের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল—যেমন ধনুকযন্ত্র (catapult), আগুন নিক্ষেপকারী অস্ত্র ইত্যাদি। আর মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২,০০০, এবং তাদের ছিল সাধারণ অস্ত্র যেমন তলোয়ার ও তীর-ধনুক। তবুও মুসলমানরা তাদের শত্রুর উপর বিজয় লাভ করেন, যার মূল ভিত্তি ছিল তাদের আত্মিক শক্তি—যা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর উপর ভরসা থেকে উদ্ভূত।

এটাই সন্ত্রাসবাদের প্রকৃত ও সঠিক ধারণা। কিন্তু আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং দ্বীনের শত্রুরা—অর্থাৎ হিংসুক ক্রুসেডার ও জায়োনিস্টরা—সন্ত্রাসবাদকে ভিন্নভাবে বোঝে। এই বিভ্রান্ত কাফিরদের কাছে সন্ত্রাসবাদ হলো ইসলাম ও জিহাদ; আর ‘সন্ত্রাসী’ হলো মুজাহিদ মুসলমানরা। এ কারণেই তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একত্রিত হয়ে ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ নামের অজুহাতে আফগানিস্তানের ইসলামি আমিরাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, যদিও বাস্তবে আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ঘটনার সাথে ইসলামি আমিরাত বা ওসামা বিন লাদেনকে যুক্ত করার কোনো প্রমাণ নেই। ক্রুসেডার ও জায়োনিস্টরা নিশ্চিতভাবেই জানে যে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে যা ঘটেছিল তা কোনো উগ্র জায়নিস্ট বা খ্রিস্টান আন্দোলনের হাতে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তারা আফগানিস্তানে একটি ইসলামি জাগরণ দেখেছিল এবং সেখানে শরীয়াহ বাস্তবায়নের আশঙ্কা করেছিল। তারা আশঙ্কা করেছিল যে এটি আশপাশের দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই তারা ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ’ নামে একটি অভিযান শুরু করে, যেখানে তারা আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ

বিভিন্ন অস্ত্র—যেমন ক্লাস্টার বোমা, বাস্কার বাস্টার ইত্যাদি ব্যবহার করে হাজার হাজার নিরীহ পুরুষ, নারী ও শিশুকে হত্যা করেছে। এই কাজগুলো তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না, যারা জানে যে কাফিররা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি কতটা তীব্র শত্রুতা পোষণ করে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ

আর তারা সবসময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। [আল-বাকারা ২:২১৭]

আরব ও মুসলমানদের অনেক শাসক এবং ইসলামের কিছু আলেম কাফিরদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। তারা আমেরিকায় সংঘটিত ঘটনার সাথে তালেবান সরকারের কোনো সম্পর্কের প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও এবং আমেরিকা ও তার কাফির মিত্রদের নির্ধারিত ‘সন্ত্রাসবাদ’-এর অর্থ না বুঝেই আফগানিস্তানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সমর্থন দিয়েছে। যারা এই বিষয়ে আমার লেখা পড়ার সময় নিয়েছেন, তারা হয়তো ধারণা করতে পারেন যে আফগানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের এই অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শুধু ইসলাম ও জিহাদকে দমন করা। যদিও এটি প্রধান উদ্দেশ্য, বাস্তবে এই অভিযানের আরও কিছু লক্ষ্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো ঐ অঞ্চলের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা—যেমন পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলো—কারণ মুসলমানদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকা জুডিও-খ্রিস্টান-জায়নিস্ট স্বার্থের জন্য একটি বড় হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়। অল্প কিছুদিন আগেই জায়নিস্টরা ইরাকের

পারমাণবিক কেন্দ্র ধ্বংস করেছিল, এবং বর্তমানে তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোর ক্ষতি করার চেষ্টা করছে।

আরেকটি লক্ষ্য হলো মধ্য এশিয়ার তেলক্ষেত্রগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, যাতে এই পৃথিবীর উপর আরও ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা যায়। যদি বিষয়টি এমন না হতো, তবে সমগ্র বিশ্বই দক্ষিণ আমেরিকা—পেরু, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া—উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, স্পেন, ইতালি এবং রাশিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীতে পরিপূর্ণ। তাহলে কেন তারা সেই দেশগুলোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযান চালায় না বা যুদ্ধ ঘোষণা করে না, যেখানে এসব অপরাধী সন্ত্রাসী সংগঠন বিদ্যমান?

আর যদি এটি সত্যিই ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ হয়, তবে ফিলিস্তিনে জায়নিস্টদের দ্বারা রাষ্ট্র-সমর্থিত সন্ত্রাস, আফগানিস্তানে আমেরিকানদের কার্যকলাপ, এবং বসনিয়া ও কসোভোতে সার্বদের কর্মকাণ্ড—এসবই সন্ত্রাসবাদের প্রকৃত বাস্তবতার স্পষ্ট উদাহরণ।

আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করি—তিনি যেন সকল মুসলমানকে সফলতা দান করেন, তাদেরকে তাঁর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী চলার তাওফিক দেন এবং তাদেরকে পবিত্র শরীয়াহর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

লিখিত: হামুদ বিন উক্বলা আশ-শুয়াইবি

সাবেক অধ্যাপক, শরীয়াহ ও উসূলুদ-দ্বীন অনুষদ।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সৌদ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, ক্বাসিম ক্যাম্পাস।

৫/৯/১৪২২ হিজরি।

অনুবাদক: নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের ব্যাপারে শায়েখের স্ট্যান্ড শুধুই তার ব্যক্তিগত অভিমত। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল কিসাস এবং জিহাদের একটি রূপ।